৫নং গ্যালারীতে প্রদর্শিত হয়েছে পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারের প্রত্ননিদর্শন। পাহাড়পুর বৌদ্ধমন্দির থেকে সংগৃহীত জীব-জন্তু, গাছ-পালার ছবি অংকিত বিভিন্ন ধরনের পোড়ামাটির ফলক প্রদর্শন করা হয়েছে।

মানব প্রতিকৃতি:
পোড়ামাটির ফলক
ময়নামতি, কুমিল্লা

৬নং গ্যালারীতে প্রদর্শিত হয়েছে গৌড়, লালবাগ কেল্লা, সাভার ও রোয়াইল বাড়ি থেকে সংগৃহীত প্রত্নবস্তু প্রদর্শন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পোড়ামাটির নকশাকৃত ইট, শিলালিপি, বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র, ছাপাংকিত মুদ্রা ও ছাঁচে ঢালা মুদ্রা, চকচকে রঙ্গিন প্রলেপযুক্ত টাইলস প্রভৃতি।

এই গ্যালারীতে আরও প্রদর্শন করা হয়েছে খ্রিষ্টীয় ১৭শ-১৯শ শতকের বিভিন্ন ধরনের প্রচলিত আরবী ফারসী হস্তাক্ষর লিপি, একশত বছরের পুরানো কাঠের খাঁট প্রভৃতি। এই গ্যালারীতে আরও প্রদর্শন করা হয়েছে খ্রিষ্টীয় ১৮শ-১৯শ শতকের বিভিন্ন ধরন ধাতব ও পাথরের তৈরি তৈজসপত্র প্রভৃতি।

আফতাবা:
১৮শ-১৯শ শতক

প্রথম প্রকাশকাল: জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
পুন মুদ্রণ: জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনেক পুরানো। হবিগঞ্জের চুনারুঘাট ও কুমিল্লার লালমাইয়ের অশ্মীভূত কাঠের তৈরি প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ারের আনুমানিক সময়কাল (খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি থেকে প্রারম্ভিককাল) বিবেচনা করলে এগুলোই এখনো পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্য থেকে প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন। সেই সময় থেকে ঔপনিবেশিক কাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত দীর্ঘ সময়ে এ-অঞ্চলে অসংখ্য জাতি-গোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষা-আচরণ-সংস্কৃতি-প্রযুক্তির সমন্বয়ে এই অঞ্চলে বিকশিত হয়েছে এক সমন্বয়ী ও বহুত্ববাদী ঐতিহ্য। বিভিন্ন প্রকারের বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এই দেশে খুঁজে পাওয়া যায়। বৃহদাকার স্থাপনা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাকার মৃৎপাত্র, পাথরের প্রতিমা থেকে শুরু করে আরবী-ফারসীতে লিপি উৎকীর্ণ শিলাখণ্ড, মানুষের আবাসস্থল থেকে শুরু করে প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার পরিচয়বহনকারী নিদর্শন, অনিন্দ্যসুন্দর ও বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী নিদর্শন যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে সাধারণ মানুষের বা গুরুত্বপূর্ণ মানুষজনের ব্যবহৃত বস্তুসামগ্রী। এই সকল নিদর্শন জাদুঘরগুলো সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন করে। সাধারণ মানুষের কাছে ঐতিহ্যের বহুত্বের ও মেলবন্ধনের পরিচয় তুলে ধরে, সম্প্রীতি ও সম্মিলনের বার্তা পৌঁছে দেওয়া জাদুঘরগুলোর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর উপমহাদেশের একটি অন্যতম পুরানো প্রতিষ্ঠান। ১৮৬১ সালে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া নামে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পরে ঢাকায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৮৩ সালে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে ঢাকায় প্রধান দপ্তরসহ চারটি বিভাগে আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনে বিশটি জাদুঘর পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে। এই জাদুঘরগুলো দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ রক্ষায় অন্যতম কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে সাফল্যের সঙ্গে। জাদুঘরগুলোতে প্রদর্শিত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন। বিভিন্ন জাদুঘরে রক্ষিত ও প্রদর্শিত বিভিন্ন নিদর্শন দেখে ও সেগুলো সম্পর্কে জেনে দেশের ও বিদেশের অসংখ্য মানুষ বাংলাদেশে উজ্জ্বল সম্মিলনের ইতিহাস সম্পর্কে উপলব্ধি অর্জন করেন। বর্তমানের মানুষ ও অতীতের নিদর্শনের অনবদ্য যোগাযোগ ও সংলাপে এই জাদুঘরগুলোর পরিসরে প্রতিনিয়ত রচিত হতে থাকে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ।

১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর। এ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে খুলনাবাসীর দীর্ঘদিনের আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে। এ জাদুঘরে দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত হচ্ছে। জাদুঘরটি বৃহত্তর খুলনার ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার জন্য একটি প্রাণবন্ত পরিসর হয়ে উঠবে অচিরেই আমাদের সকলের অংশগ্রহণে ও সহযোগিতায়।

গ্রীষ্মকালীন সূচি
(১ এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর)
মঙ্গল-শনিবার
সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ৬.০০টা।
সোমবার দুপুর ২.০০টা থেকে বিকাল ৬.০০টা
রবিবার সাপ্তাহিক বন্ধ।

শীতকালীন সূচি
(১ অক্টোবর থেকে ৩১ মার্চ)
মঙ্গল-শনিবার
সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা।
সোমবার দুপুর ১.৩০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
রবিবার সাপ্তাহিক বন্ধ।

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
archaeologykhulna@yahoo.com, www.archaeology.khulnadiv.gov.bd

খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

খুলনা শহরের সোনাডাঙ্গা থানার শিববাড়ি মোড়ে খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর অবস্থিত। এ জাদুঘরে খুলনা বিভাগের দশটি জেলা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থান হতে সংগৃহীত প্রত্ন নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে। ১৯৮৬ সালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর প্রথম খুলনায় একটি জাদুঘর নির্মাণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প আকারে প্রস্তাবনা পেশ করে। ১৯৮৭ সালে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জাদুঘর নির্মাণের জন্য এক একর জমি বরাদ্দ পায়। ১৯৯৮ সালে ভবনের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ (২৮শে ভাদ্র, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ) তারিখে খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরের শুভ উদ্বোধন করেন।

৬টি প্রদর্শনী গ্যালারী বিশিষ্ট জাদুঘরটি অষ্টভুজাকৃতির। ৬টি গ্যালারী ৬টি উইং আকারে রয়েছে। জাদুঘরের প্রদর্শনীর সূচনা করা হয়েছে ১নং গ্যালারী থেকে। এই গ্যালারীতে স্থান পেয়েছে খুলনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন প্রত্নসম্পদ। এর মধ্যে ভরত ভায়না বৌদ্ধমন্দির, পীরপুকুর মসজিদ, গলাকাটা মসজিদ, জোড়বাংলা মসজিদ, সাতগাছিয়া মসজিদ, জাহাজঘাটা, দমদম পীরস্থান ঢিবি, খানজাহান (রঃ) এঁর বসতভিটায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত নিদর্শন প্রদর্শন করা হয়েছে।

এছাড়া আরও রয়েছে খুলনা আর্ট কলেজ থেকে প্রাপ্ত ১২-১৩ শতকের শক্তি মূর্তি, কচুয়া বাগেরহাট থেকে প্রাপ্ত মারিচী মূর্তি, কপিলমুনি ঢিবি গুচ্ছ থেকে সংগৃহীত পোড়ামাটির সামগ্রী, গুপ্ত যুগের মুদ্রা, খুলনা বিভাগের প্রশাসনিক মানচিত্র ইত্যাদি।

পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ সুলতানি যুগের লিপি: জোড়বাংলা মসজিদ বারোবাজার, ঝিনাইদহ

পাথরে খোদিত প্রোটো বাংলা উৎকীর্ণ লিপি, বাগেরহাট

খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরের ২ নং গ্যালারীতে প্রদর্শিত হচ্ছে পোড়ামাটি ও শামুকের তৈরী চুড়ি, লোহার শাবল, পেরেক ও কব্জা, পশুর হাঁড় ও দাঁত। আদি মধ্যযুগীয় প্রত্নস্থান যশোরের ভরত ভায়না থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির অলংকৃত ইট, পোড়ামাটির খেলনা, ওজন, পিরিচ ও থালা ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ১০ম-১১শ শতকের গণেশ, বিষ্ণু, গরুড়, নন্দীসহ বিভিন্ন ধরনের প্রস্ড়র নির্মিত মূর্তি।

পোড়ামাটির তৈরি ষাঁড়ের মাথা
ভরত ভায়না বৌদ্ধমন্দির, যশোর

পোড়ামাটির ফলক
ভরত ভায়না বৌদ্ধমন্দির
যশোর

৩নং গ্যালারীতে প্রদর্শিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থান মহাস্থানগড় ও মঙ্গলকোট থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শন। এর মধ্যে রয়েছে পোড়ামাটির ফলকচিত্র, তামার তৈরি মৃৎপাত্র, স্বল্প মূল্যবান পাথরের পুঁতি, বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র, ছাপাংকিত রৌপ্য মুদ্রা ও ছাঁচে ঢালা মুদ্রা, মসৃণ কালো মৃৎপাত্র এবং পোড়ামাটির ফলকে চিত্রিত মানুষের মাথা প্রভৃতি। এ গ্যালারীতে আরও প্রদর্শিত হচ্ছে আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ১১শ-১২শ শতকের মহিষমর্দিনী দুর্গা, নন্দী ও আনুমানিক ১০ম শতকের নকশাসহ প্যানেলের অংশ বিশেষ ইত্যাদি।

পোড়ামাটির তৈরি
মানুষের মাথা
মহাস্থানগড়, বগুড়া

বুদ্ধ মূর্তি:
ময়নামতি, কুমিল্লা

৪নং গ্যালারীতে প্রদর্শিত হয়েছে লালমাই ময়নামতি অঞ্চলে অবস্থিত শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, ভোজ বিহার, রাণীরবাংলো, ইটাখোলা মুড়া, রূপবানমুড়া, কুটিলা মুড়া ও চারপত্র মুড়া প্রত্নস্থান থেকে সংগৃহীত প্রত্নসম্পদ। এর মধ্যে রয়েছে পোড়ামাটির ফলকচিত্র, বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র, ছাপাংকিত মুদ্রা ও ছাঁচে ঢালা মুদ্রা, নব্য পাথর যুগের জীবাশ্ম কাঠের দ্বারা নির্মিত অস্ত্র প্রভৃতি। এ গ্যালারীতে আরও রয়েছে আনুমানিক ৯ম-১০ম শতকের শাক্যমণি, কালো পাথরের শিল ও নোড়া যা খ্রিষ্টীয় ১০ম শতকের।

এই গ্যালারীতে আরও স্থান পেয়েছে মৌর্য, গুপ্ত, সুলতানি ও মোগল যুগের বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা।

রৌপ্য মুদ্রা:
সুলতানি যুগ

রৌপ্য মুদ্রা:
গুপ্ত যুগ

এছাড়াও এ গ্যালারীতে রয়েছে ১২শ-১৫শ শতকের কালো পাথরের উপর খোদিত আরবী ও ফারসী উৎকীর্ণ লিপি।

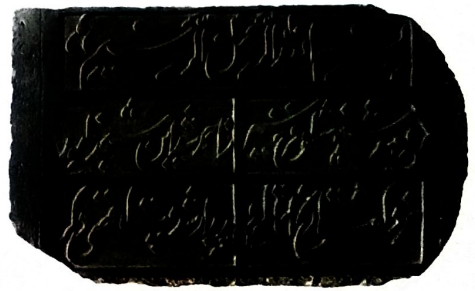

পাথরে খোদিত আরবী উৎকীর্ণ লিপি